কে. আঞ্জিনাপ্পা

বনাম

কে. সি. কৃষ্ণ রেড্ডি এবং আরেকজন

(২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৪৭৮)

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২১

[এম. আর. শাহ এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিদ্বয়]

আইনজীবী আইন, ১৯৬১ - ধারা ৩৫, ৩৬, ৩৬খ: ধৃত: একটি রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ, এই ধরনের অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কেন এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যায়নি তার বৈধ কারণ লিপিবদ্ধ করে, এই ধরনের অভিযোগগুলি ধারা ৩৬খ এর অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। সুতরাং, ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ(গুলি) রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তর একটি ব্যতিক্রম। আরও, এই ধরনের স্থানান্তরের পর ভারতীয় বার কাউন্সিলকেও প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে স্থানান্তরিত কার্যক্রম/অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। বর্তমান মামলায়, আপীলকারী কর্তৃক একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে দায়ের করা অভিযোগ এক বছর ধরে নিষ্পত্তি করা হয়নি এবং তাই এটি ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যা এটিকে গুণাগুণ বিবেচনা না করেই খারিজ করে দেয়। যাইহোক, এখন পরবর্তীতে অভিযোগটি রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ভারতীয় বার কাউন্সিলের কাছে সংশোধন বিচারাধীন রয়েছে। সুতরাং, আপীলকারী কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের উপর আর কোনও আদেশের প্রয়োজন নেই।

আইনজীবী আইন, ১৯৬১ - ধারা ৩৬খ - উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য - আলোচিত।

আইনজীবী আইন, ১৯৬১ - ভারতীয় বার কাউন্সিল/রাজ্য বার কাউন্সিল - অর্পিত কর্তব্য - আলোচিত। বিচার বিভাগীয় তিরস্কার।

আইনজীবী আইন, ১৯৬১ - ধারা ৩৬খ - অভিযোগ নিষ্পত্তি - প্রক্রিয়া - নির্দেশনা এবং পরামর্শ - আলোচিত।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করা হয়েছেঃ ১.১ ভারতীয় বার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, গত পাঁচ বছরে,

কে. আঞ্জিনাপ্পা বনাম কে. সি. কৃষ্ণ রেড্ডি এবং আরেকজন ১০৩৫

১৯৬১ সালের আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে দাখিল করা ১,২৭৩টি অভিযোগ ভারতীয় বার কাউন্সিলাতে স্থানান্তরিত হয়েছে কারণ সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিল(গুলি) এক বছরের মধ্যে অ্যাডভোকেটস অ্যাক্টের ৩৫ ধারার অধীনে অভিযোগ(গুলি) নিষ্পত্তি করেনি। ২০২০ এবং ২০২১ সালের মধ্যে, দায়ের করা অভিযোগের সংখ্যা কম হয়েছে। তবে এর আগে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত, রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলায় স্থানান্তরিত অভিযোগের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭১,২৪২,২১৪ এবং ৪৯০ থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিসংখ্যানগুলি শুধুমাত্র আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের ক্রমবর্ধমান সংখ্যারই প্রতিফলন ঘটায় না, বরং এই সত্যকেও প্রতিফলিত করে যে রাজ্য বার কাউন্সিলগুলি এক বছরের মধ্যে এই অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালন করেনি এবং আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলায় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অভিযোগগুলি স্থানান্তর করার অনুমতি দিয়েছে। উক্ত বিধানের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই তার সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির কাছ থেকে দায়িত্ব ভারতীয় বার কাউন্সিলাকে হস্তান্তর করা এবং এর ফলে তাদের সামনে দায়ের করা অভিযোগের বিষয়ে তাদের দায়িত্ব এড়ানো নয়। উপরোক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে, অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বা রাজ্য বার কাউন্সিলের অনুরোধে কার্যধারা শুরু করার তারিখের মধ্যে দ্রুত কার্যধারা শেষ করা হবে, যা ব্যর্থ হলে, এই ধরনের কার্যধারা ভারতীয় বার কাউন্সিলায় স্থানান্তরিত হবে। ভারতীয় বার কাউন্সিলার কাছে এই ধরনের কার্যধারা হস্তান্তরের উদ্দেশ্য হল একটি বিজ্ঞপ্তি যে রাজ্য বার কাউন্সিল পূর্বোক্ত হিসাবে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় বার কাউন্সিলাকে এটি এমনভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে যেন এটি আইনের ৩৬ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে তদন্তের জন্য প্রত্যাহার করা একটি কার্যধারা ছিল। আইনজীবী আইনের ৩৬ ধারার উপ-ধারা (৩)-তে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় বার কাউন্সিলার শৃঙ্খলা কমিটি ধারা ৩৬-এর অধীনে যে কোনও মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে ধারা ৩৫-এ নির্ধারিত পদ্ধতি যতদূর সম্ভব পালন করবে, সেই ধারায় অ্যাডোকোয়েট জেনারেলের উল্লেখগুলি ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের উল্লেখ হিসাবে বিবেচিত হবে। অ্যাডভোকেটস অ্যাক্টের ধারা ৩৫-এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে, রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির জন্য একটি আদেশ রয়েছে যে তারা অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নোটিশ দেবে এবং উক্ত উপ-ধারার অধীনে আদেশ দেওয়ার আগে তাদের শুনানির সুযোগ দেবে।

হস্তান্তরিত অভিযোগের বিষয়ে ৩৬ ধারার উপ-ধারা (৩) বিবেচনা করে, সম্ভবত আইনের ৩৬ ধারার উপ-ধারা (২) অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার আগে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকে নোটিশ দিতে হতে পারে। তাহলে এই জাতীয় ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যক্রম কেবল জটিলই হবে না, পুরো কার্যধারাও বিলম্বিত করবে। [অনুচ্ছেদ ৫,৮.১] [১০৪১-সি-ডি; ১০৪৩-সি-এফ; ১০৪৪-ডি-এফ; ১০৫৫-ডি-জি]

১.২ এক বছরের মধ্যে অভিযোগ (গুলি) নিষ্পত্তি না করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলের (গুলি) পক্ষ থেকে বিলম্ব অনুমোদিত এবং প্রশংসিত হয় না। এই ধরনের অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে ৩৫ ধারার অধীনে রাজ্য বার কাউন্সিলের প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলকে (গুলি) এই ধরনের অভিযোগগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যধারা এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কেন অভিযোগটি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা যায়নি তার বৈধ কারণ নথিভুক্ত করে, এই ধরনের অভিযোগগুলি আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে প্রদত্ত ভারতীয় বার কাউন্সিলায় স্থানান্তর করা প্রয়োজন। অতএব, আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলায় স্থানান্তর করা একটি ব্যতিক্রম। তবে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির কাছে সর্বাধিক পরিচিত কারণগুলির জন্য, তারা ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করছে না। এর কারণ হতে পারে সহকর্মী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং তাঁরা যে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তাঁদের অসন্তুষ্ট করতে চান না। এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি না করার জন্য কিছু বৈধ কারণও থাকতে পারে। তবে একই কারণে, কেন অভিযোগগুলি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা যায়নি তার কারণ নির্ধারণ/রেকর্ড করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে, অভিযোগগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন রাখা হয়, যাতে এগুলি আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে প্রদত্ত বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হয়। [অনুচ্ছেদ ৯] [১০৪৫-জি-এইচ; ১০৪৬-সি-এফ]

১.৩ ভারতীয় বার কাউন্সিল/রাজ্যের বার কাউন্সিলের কর্তব্য হল শৃঙ্খলার দিক থেকে তার কার্যকারিতা উন্নত করা। সুতরাং, আইনজীবী আইনের অধীনে, আইনি পেশার অখণ্ডতা রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতীয় বার কাউন্সিল/রাজ্যের বার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়। যে কোনও মূল্যে আইনি ব্যবস্থার আভিজাত্য নিশ্চিত করা ভারতীয় বার কাউন্সিল/সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলের কর্তব্য। আইনজীবী আইনের ৩৫ এবং ৩৬ বি ধারার অধীনে বার সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ধারা ৩৫ এবং/অথবা ধারা ৩৬-এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ উক্ত অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে এবং/অথবা ভারতীয় বার কাউন্সিলার কাছে এই ধরনের কার্যধারার তারিখ থেকে নিষ্পত্তি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আইনের অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি না করা তাদের পক্ষে আইনজীবী আইনের অধীনে প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার সমতুল্য হবে। [অনুচ্ছেদ ৯.১,১০] [১০৪৬-এফ; ১০৪৯-ই-জি]

আর. মুথুকৃষ্ণান বনাম রেজিস্ট্রার জেনারেল, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচার বিভাগ, (২০১৯) ১৬ এসসিসি ৪০৭ : [২০১৯] ১ এসসিআর ৫৮৯; পুনরায়: সঞ্জীব দত্ত, ডেপুটি সেক্রেটারি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, নতুন দিল্লি; কৈলাশ বাসদেব, আইনজীবী এবং কিটি কুমারমঙ্গলম (শ্রীমতী.), আইনজীবী (১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৬১৯ : [১৯৯৫] ৩ এসসিআর ৪৫0; ধনরাজ সিং চৌধুরী বনাম নাথুলাল বিশ্বকর্মা, (২০১২) ১ এসসিসি ৭৪১ : [২০১১] ১৬ এসসিআর ২৪০; ভি.সি. রঙ্গদুরাই বনাম ডি. গোপালন, (১৯৭৯) ১ এসসিসি ৩০৮ : [১৯৭৯] ১ এসসিআর ১০৫৪; অজিতসিংহ অর্জুনসিংহ গোহিল বনাম বার কাউন্সিল অফ গুজরাট এবং আরেকজন, (২০১৭) ৫ এসসিসি ৪৬৫ : [২০১৭] ৫ এসসিআর ৯৮৪; জে.এস. যাদব বনাম মুস্তাফা হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ, (১৯৯৩) ২ এসসিসি ৫৬২ : [১৯৯৩] ২ এসসিআর ১০০৬; কোক্কান্দা বি. পুন্দাচা বনাম কে.ডি. গণপতি, (২০১১) ১২ এসসিসি ৬০০ : [২০১১] ৪ এসসিআর ৪১৭; ও.পি. শর্মা বনাম পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট, (২০১১) ৬ এসসিসি ৮৬ : [২০১১] ৬ এসসিআর ৩০১; হরিশঙ্কর রাস্তোগী বনাম গিরধারী শর্মা, (১৯৭৮) ২ এসসিসি ১৬৫ : [১৯৭৮] ৩ এসসিআর ৪৯৩ - নির্ভর করা হয়েছে।

১.৪ ভারতীয় বার কাউন্সিলকে ভারতীয় বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক বর্ণিত যথাযথ নির্দেশাবলী জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ভারতীয় বার কাউন্সিলকেও এই ধরনের অভিযোগ/কার্যক্রম প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে স্থানান্তরিত অভিযোগ/স্থানান্তরিত কার্যক্রম নিষ্পত্তি করতে হবে।

অতএব, ভারতীয় বার কাউন্সিলাকে অবশেষে স্থানান্তরিত অভিযোগগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে আজ থেকে এক বছরেরও বেশি সময় পরে নয় এবং যার জন্য ভারতীয় বার কাউন্সিলার শৃঙ্খলা কমিটিও সার্কিট শুনানি করতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিকে ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিষ্পত্তি করতে এবং অ্যাটর্নি আইনের ৩৬ বি ধারার অধীনে বাধ্যতামূলক অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে এটি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বার কাউন্সিলার দ্বারা অভিযোগের দক্ষ ও দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যে অভিযোগগুলি আইনের ৩৬খ ধারা অনুসারে সি হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে, ভারতীয় বার কাউন্সিলা অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবী এবং/অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করার জন্য বিবেচনা করতে পারে যেখানে তদন্তের প্রয়োজন হবে। এই উপসংহারে তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন ভারতীয় বার কাউন্সিলা গ্রহণ করতে পারে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করার পরে, ভারতীয় বার কাউন্সিলা অভিযোগের বিষয়ে যথাযথ আদেশ দিতে পারে। ভারতীয় বার কাউন্সিলা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে ভারতীয় বার কাউন্সিলার পক্ষ থেকে তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে তদন্ত কর্মকর্তাদের একটি প্যানেল তালিকাভুক্ত করার জন্য রাজ্য বার কাউন্সিলকে উপযুক্ত নির্দেশ জারি করতে পারে এবং উক্ত তদন্তের সমাপ্তির পরে ভারতীয় বার কাউন্সিলার কাছে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারে যাতে এটি এই বিষয়ে আরও ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়। এখন যতদূর বর্তমান মামলার কথা বলা যায়, জানা গেছে যে পরবর্তীকালে আবেদনকারী-মূল অভিযোগকারী নং ১ দ্বারা করা অভিযোগটিও রাজ্য বার কাউন্সিল দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে যার বিরুদ্ধে ভারতীয় বার কাউন্সিলার কাছে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন বিচারাধীন রয়েছে। সুতরাং, আবেদনকারীর অভিযোগের উপর আর কোনও আদেশের প্রয়োজন নেই। [অনুচ্ছেদ ১১,১২,১২.১,১৩ এবং ১৫] [১০৫৫-ডি-এফ; ১০৫৬-বি-সি, ই-এফ; ১০৫৯-বি]

মার্কন্ড সি. গান্ধী বনাম রোহিণী এম. দান্দেকার, (২০০৮) ১০ এসসিসি ৭৯২; ভারতীয় আইনি সহায়তা ও পরামর্শ পরিষদ বনাম ভারতীয় বার কাউন্সিল (১৯৯৫) ১ এসসিসি ৭৩২ : [১৯৯৫] ১ এসসিআর ৩০৪; আদি ফিরোজশাহ গান্ধী বনাম এইচ.এম. সেরভাই, মহারাষ্ট্রের অ্যাডভোকেট জেনারেল, বোম্বে (১৯৭০) ২ এসসিসি ৪৮৪ : [১৯৭১] ১ এসসিআর ৮৬৩; মহারাষ্ট্র বার কাউন্সিল বনাম এম.ভি. দাভোলকার, (১৯৭৬) ২ এসসিসি ২৯১ : [১৯৭৬] ২ এসসিআর ৪৮; মাঙ্গু সিহারি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বার কাউন্সিল, এআইআর ১৯৮৩ এপি ২৭১ - নির্ভর করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৯] ১ এস. সি. আর. ৫৮৯	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ৯.১
[১৯৯৫] ৩ এস. সি. আর. ৪৫০	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.১
[২০১১] ১৬ এস. সি. আর. ২৪০	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.২
[১৯৭৯] ১ এস. সি. আর. ১০৫৪	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৩
[২০১৭] ৫ এস. সি. আর. ৯৮৪	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৪
[১৯৯৩] ২ এস. সি. আর. ১০০৬	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৫
[২০১১] ৪ এস. সি. আর. ৪১৭	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৬
[২০১১] ৬ এস. সি. আর. ৩০১	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৭
[১৯৭৮] ৩ এস. সি. আর. ৪৯৩	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৮
[১৯৯৫] ১ এস. সি. আর. ৩০৪	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৭১] ১ এস. সি. আর ৮৬৩	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৭৬] ২ এস. সি. আর ৪৮	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১৪

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ার: ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপীল নং ৭৪৭৮।

ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির ১২.১২.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, বি.সি.আই. স্থানান্তর মামলা নং ১৫২, ২০১৪।

আপীলকারীর পক্ষে গোলি রামকৃষ্ণ, সুমন্ত নুক্কালা, আইনজীবী।

বিবাদীদের পক্ষে মনন কুমার মিশ্র, প্রবীণ আইনজীবী, শিশির পিনাকী, ডি. মহেশ বাবু, অর্ধেন্দুমৌলি কুমার প্রসাদ, আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এম. আর. শাহ, বিচারপতি।**

১. ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির ১২.১২.২০১৫ তারিখের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, যার মাধ্যমে ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি তার আইনজীবীর বিরুদ্ধে আপীলকারীর দায়ের করা অভিযোগ খারিজ করেছে, আপীলকারী - মূল অভিযোগকারী নং ১, আইনজীবী আইন, ১৯৬১ এর ৩৫ ধারার অধীনে বর্তমান আপীলটি দায়ের করেছেন।

২. এখানে আপীলকারী তার আইনজীবীর বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরণের ভিত্তিতে ২০১৩ সালের অভিযোগ মামলা নং ২০ দায়ের করেন। উক্ত অভিযোগটি প্রাথমিকভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে দায়ের করা হয়েছিল। যদিও আইনজীবী আইন অনুসারে, রাজ্য বার কাউন্সিলের ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা কর্তব্য ছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করার কথা ছিল, রাজ্য বার কাউন্সিল উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করেনি। তাই আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারা অনুযায়ী উক্ত অভিযোগটি ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখন বিতর্কিত আদেশে এই ভিত্তিতে অভিযোগটি খারিজ করা হয়েছে যে, অভিযোগটি দুইজন অভিযোগকারী, যথা, শ্রী কে. অঞ্জিনাপ্পা (এখানে আপীলকারী) এবং একজন শ্রী এস. লক্ষ্মী নারায়ণ (অভিযোগকারী নং ২) দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল, তবে উক্ত অভিযোগটি অভিযোগকারী নং ২ - শ্রী এস. লক্ষ্মী নারায়ণ দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়নি; বিষয়টি ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিচারাধীন ছিল। এই পর্যবেক্ষণ করে ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলিতে আরও প্রবেশ না করে, পর্যবেক্ষণ করে যে উপরের কারণে অভিযোগটি একেবারেই রক্ষণীয় নয়, অভিযোগটি খারিজ করে দেয়।

৩. ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, আপীলকারী - মূল অভিযোগকারী নং ১ বর্তমান আপীলটি দায়ের করেছেন।

৪. এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে, এখানে আপীলকারী - মূল অভিযোগকারী নং ১ কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগটি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন ছিল এবং তাই আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, ০৩.১২.২০২১ তারিখের আদেশে এই আদালত নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেছে:-

"এটি এমন একটি মামলা যেখানে আইনজীবীর বিরুদ্ধে অভিযোগটি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে ছিল। যাইহোক, উক্ত অভিযোগটি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক এক বছরের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়নি এবং তাই এটি ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অভিযোগটি গুণের ভিত্তিতে বিবেচনা না করেই খারিজ করা হয়েছে।"

অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে দাখিল করা হয়, তবে, কোনও না কোনও কারণে এবং অভিযোগটি কোনও আইনজীবীর বিরুদ্ধে হতে পারে, যিনি সংশ্লিষ্ট বার অ্যাসোসিয়েশন/বার কাউন্সিলের সদস্য, অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি

এক বছরের মধ্যে করা হয় না এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে স্থানান্তর করতে হয়।

অতএব, আমরা ভারতীয় বার কাউন্সিলাকে অনুরোধ করছি এবং নির্দেশ দিচ্ছি যে গত পাঁচ বছরে কতগুলি ক্ষেত্রে অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিল (গুলি) থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলায় স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কতগুলি ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত অভিযোগ/মামলাগুলি নিষ্পত্তি ও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৩.১২.২০২১ লিখুন। "

৫. ভারতীয় বার কাউন্সিলার পক্ষ থেকে তারিখের আদেশ মেনে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। হলফনামায় বলা হয়েছে যে গত পাঁচ বছরে, আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে দায়ের করা ১,২৭৩ টি অভিযোগ ভারতীয় বার কাউন্সিলায় স্থানান্তরিত হয়েছে কারণ সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিল (গুলি) এক বছরের মধ্যে আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে অভিযোগ (গুলি) নিষ্পত্তি করেনি। বিবৃতিটি এখানে নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

ক্রমিক নং	রাজ্য	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট	নিষ্পত্তি
১	অন্ধ্রপ্রদেশ/তেলেঙ্গানা	৪	১১	৪৫	২০	২	০	৮২	০
২	আসাম ইত্যাদি	১০	০	১	০	০	১	১২	০
৩	বিহার	৩	১	০	১	১	০	৬	০
৪	ছত্তিশগড়	১	০	০	১	০	০	২	০
৫	দিল্লি	১১	০	০	২৫	০	১	৩৭	৬
৬	গুজরাট	০	৩	৪	৮	১	০	১৬	০
৭	হিমাচল প্রদেশ	০	০	০	১	১	১	৩	০
৮	ঝাড়খণ্ড	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	কর্ণাটক	০	২	১১	৫	০	০	১৮	০
১০	কেরালা	০	২৮	১	০	০	০	২৯	০
১১	মধ্যপ্রদেশ	৩	১৯	২০	৮	০	০	৫০	০
১২	মহারাষ্ট্র ও গোয়া	২৪	৭৬	৩৬	৫	০	০	১৪২	১
১৩	ওড়িশা	৪	৩	১	০	০	০	৮	১
১৪	পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	২২	১৮	১০	১৬	৩	০	৬৯	৪
১৫	রাজস্থান	১৮	৮	১৫	৮	১২	০	৬১	০

১৬	তামিলনাড়ু	২৬	৩১	১১	৪২	২৪	০	১৩৪	৪
১৭	উত্তরপ্রদেশ	৩২	৩৮	৭	৩৪৬	৬৯	৩১	৫২৩	১১
১৮	উত্তরাখণ্ড	৪	২	০	০	০	৯	১৫	০
১৯	পশ্চিমবঙ্গ	৯	২	৫১	৪	০	০	৬৬	০
২০	জম্মু ও কাশ্মীর	০	০	০	০	০	০	০	-
২১	ত্রিপুরা	-	-	-	-	-	-	-	-
২২	মণিপুর	-	-	-	-	-	-	-	-
২৩	মেঘালয়	-	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	১৭১	২৪২	২১৪	৪৯০	১১৩	৪৩	১২৭৩	২৭

৬. ভারতীয় বার কাউন্সিলের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অর্ধেন্দুমৌলি কুমার প্রসাদ জমা দিয়েছেন যে, উল্লিখিত ১২৭৩টি স্থানান্তরিত মামলার মধ্যে, ভারতীয় বার কাউন্সিল জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত - মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে মোট ৬৪৬টি মামলা পেয়েছে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় বার কাউন্সিল কর্তৃক উপরোক্ত স্থানান্তরিত মামলাগুলি নিষ্পত্তি করা যায়নি কারণ ভার্চুয়াল মোডের মাধ্যমে শুনানি পরিচালনা করা যায়নি এবং অভিযোগকারীদের তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শৃঙ্খলা কমিটির সামনে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন ছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে রাজ্য বার কাউন্সিল এবং ভারতীয় বার কাউন্সিল শৃঙ্খলা কমিটির শারীরিক বৈঠক করতে সক্ষম হয়নি। বলা হয়েছে যে, ভারতীয় বার কাউন্সিলের কাছে স্থানান্তরিত মামলার বিচারাধীনতা ইচ্ছাকৃত নয় এবং ভারতীয় বার কাউন্সিল দ্রুত শুনানির মাধ্যমে এই ধরনের স্থানান্তরিত মামলার বিচারাধীনতা পরিষ্কার করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৭. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এবং ভারতীয় বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রী মনন কুমার মিশ্র, যিনি শুনানির সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিকে আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় বার কাউন্সিল আইনজীবী আইনের ৪৮বি ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করবে যাতে সমস্ত রাজ্য বার কাউন্সিল বা এর যে কোনও কমিটি আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি অবশ্যই এবং ব্যর্থতা ছাড়াই এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করে এবং যদি কোনও বৈধ কারণে রাজ্য বার কাউন্সিল এক বছরের মধ্যে অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করতে সক্ষম না হয়, তবে কেন এক বছরের মধ্যে উক্ত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করা যায়নি তার কারণগুলি নথিভুক্ত করে, উক্ত অভিযোগগুলি আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারা অনুযায়ী ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হবে।

৮. ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি কর্তৃক স্থানান্তরিত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি না করার জন্য ভারতীয় বার কাউন্সিলের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিতে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই। কোভিড-১৯ মহামারী শুধুমাত্র ২০২০ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল। ভারতীয় বার কাউন্সিল কর্তৃক জমা দেওয়া চার্ট অনুযায়ী, ২০১৬ সালে মোট ১৭১টি মামলা; ২০১৭ সালে মোট ২৪২টি মামলা; ২০১৮ সালে মোট ২১৪টি মামলা এবং ২০১৯ সালে মোট ৪৯০টি মামলা ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অন্তত সেই মামলাগুলি ভারতীয় বার কাউন্সিল দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে পারত।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে প্রাপ্ত স্থানান্তরিত অভিযোগ (গুলি) নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্বের প্রশংসা করা যেতে পারে তবে কার্লিয়ার সময়ের জন্য নয়।

৮.১ টেবিলটি মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত মোট ১২৭৩টি অভিযোগের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যের ৫০টির বেশি অভিযোগ স্থানান্তরিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র ও গোয়া, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত অভিযোগের সংখ্যা ১০০টির বেশি।

আরও, ২০২০ এবং ২০২১ সালে, অভিযোগ দায়েরের সংখ্যা কম ছিল, স্পষ্টতই এই কারণে যে কোভিড-১৯ মহামারী এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত লকডাউনের কারণে আদালতগুলি সম্পূর্ণভাবে কাজ করছিল না। তবে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত, রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত অভিযোগের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে, যথাক্রমে ১৭১, ২৪২, ২১৪ এবং ৪৯০টি। এই পরিসংখ্যানগুলি শুধুমাত্র আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকেই প্রতিফলিত করে না, বরং এই সত্যটিও প্রতিফলিত করে যে, রাজ্য বার কাউন্সিলগুলি এক বছরের মধ্যে এই অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করার তাদের কর্তব্য পালন করেনি এবং আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারা অনুসারে রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলে অভিযোগগুলি আইনগতভাবে স্থানান্তরিত হতে দিয়েছে। উক্ত বিধানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা উচিত। এটি কেবল রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলে দায়িত্ব হস্তান্তর করা এবং এর মাধ্যমে তাদের কাছে দায়ের করা অভিযোগগুলির তদন্তের দায়িত্ব এড়ানো নয়। তাৎক্ষণিক রেফারেন্সের জন্য, আইনের ৩৬খ ধারাটি নীচে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"৩৬খ. শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার নিষ্পত্তি-

(১) একটি রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করবে, অন্যথায় এই ধরনের কার্যক্রম ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত হবে যা এটিকে নিষ্পত্তি করতে পারে যেন এটি ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে তদন্তের জন্য প্রত্যাহার করা একটি কার্যক্রম।

(২) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, আইনজীবী (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৬০) শুরু হওয়ার পর, কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো কার্যক্রম যদি রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির কাছে বিচারাধীন থাকে, তবে রাজ্য বার কাউন্সিলের সেই শৃঙ্খলা কমিটি এই ধরনের শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে বা অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে, অথবা, যেমনটি প্রযোজ্য, রাজ্য বার কাউন্সিলের উদ্যোগে কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে, যেটি পরে হবে, তার মধ্যে নিষ্পত্তি করবে, অন্যথায় এই ধরনের অন্যান্য কার্যক্রম নিষ্পত্তির জন্য ভারতীয় বার কাউন্সিলে উপ-ধারা (১) এর অধীনে স্থানান্তরিত হবে।]

উপরোক্ত ধারাটি উল্লেখ করে যে, একটি রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করবে এবং অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বা রাজ্য বার কাউন্সিলের উদ্যোগে কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে, যেটি প্রযোজ্য, কার্যক্রম শেষ করবে, অন্যথায় এই ধরনের কার্যক্রম ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত হবে। ভারতীয় বার কাউন্সিলে এই ধরনের কার্যক্রম স্থানান্তরের উদ্দেশ্য হলো একটি ইঙ্গিত দেওয়া যে, রাজ্য বার কাউন্সিল উপরোক্ত হিসাবে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় বার কাউন্সিলকে এটি নিষ্পত্তি করতে হবে যেন এটি আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে তদন্তের জন্য প্রত্যাহার করা একটি কার্যক্রম। তাৎক্ষণিক রেফারেন্সের জন্য, আইনের ধারা ৩৬ নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

"৩৬. ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ক্ষমতা।—

(১) অভিযোগ পাওয়ার পর বা অন্যথায় ভারতীয় বার কাউন্সিলের যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে কোনো আইনজীবী [***] যার নাম কোনো রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, পেশাগত বা অন্য অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, তবে এটি নিষ্পত্তির জন্য মামলাটি তার শৃঙ্খলা কমিটিতে পাঠাবে।

(২) এই অধ্যায়ে যা কিছুই থাকুক না কেন, ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি, [নিজেই উদ্যোগী হয়ে অথবা কোনো রাজ্য বার কাউন্সিলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অথবা আগ্রহী কোনো ব্যক্তির করা আবেদনের ভিত্তিতে], যেকোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার জন্য

যেকোনো রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির কাছে বিচারাধীন যেকোনো কার্যক্রম নিজের সামনে তদন্তের জন্য প্রত্যাহার করতে পারে এবং তা নিষ্পত্তি করতে পারে।

(৩) ভারতীয় বার কাউন্সিলার শৃঙ্খলা কমিটি, এই ধারার অধীনে যে কোনও মামলা নিষ্পত্তি করার সময়, যতদূর সম্ভব, ৩৫ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিটি পর্যবেক্ষণ করবে, সেই ধারায় অ্যাটর্নি-জেনারেলের উল্লেখগুলি ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেলের উল্লেখ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

(৪) এই ধারার অধীন যে কোন কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় বার কাউন্সিলার শৃঙ্খলা কমিটি যে কোন আদেশ দিতে পারে যা রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি ৩৫ ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীনে করতে পারে এবং যেখানে তদন্তের জন্য কোনও কার্যধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে [ভারতীয় বার কাউন্সিলার শৃঙ্খলা কমিটির সামনে] রাজ্য বার কাউন্সিল এই ধরনের কোনও আদেশ কার্যকর করবে।

আইনজীবী আইনের ৩৬ ধারার উপ-ধারায় (৩) বলা হয়েছে যে, ভারতীয় বার কাউন্সিলার শৃঙ্খলা কমিটি ৩৬ ধারার অধীনে যে কোনও মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে ৩৫ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি যতদূর সম্ভব পালন করবে, সেই ধারায় অ্যাটর্নি জেনারেলের উল্লেখগুলি ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের উল্লেখ হিসাবে বিবেচিত হবে।

আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীনে, রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলকে নোটিশ দেওয়ার এবং উক্ত উপ-ধারার অধীনে আদেশ দেওয়ার আগে শুনানির সুযোগ দেওয়ার আদেশ রয়েছে।

হস্তান্তরিত অভিযোগের ক্ষেত্রে ৩৬ ধারার উপ-ধারা (৩) বিবেচনা করে, সম্ভবত আইনের ৩৬ ধারার উপ-ধারা (২) অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার আগে ভারতের অ্যাটমি জেনারেলকে নোটিশ দিতে হতে পারে। তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যক্রম কেবল জটিলই হবে না, পুরো কার্যধারা বিলম্বিতও করবে।

৯. সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিল(গুলি) এক বছরের মধ্যে অভিযোগ(গুলি) নিষ্পত্তি না করার বিলম্বকে আমরা অনুমোদন এবং প্রশংসা করি না। আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারা অনুসারে, রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটিকে ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে

হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করতে হবে, অথবা, যেমনটি প্রযোজ্য, রাজ্য বার কাউন্সিলের উদ্যোগে কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে। এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে, এই ধরনের অভিযোগ ভারতীয় বার কাউন্সিলে নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করতে হবে, যেন এটি ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে তদন্তের জন্য প্রত্যাহার করা একটি কার্যক্রম। অতএব, ধারা ৩৫ এর অধীনে রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগ অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিল(গুলি) কে এই ধরনের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যক্রম এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কেন এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যায়নি তার বৈধ কারণ লিপিবদ্ধ করে, এই ধরনের অভিযোগ আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। সুতরাং, আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগ(গুলি) রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তর একটি ব্যতিক্রম। যাইহোক, সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির অজানা কারণে, ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে না। এর কারণ হতে পারে অভিযোগগুলি সহকর্মী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এবং তারা অভিযোগ করা আইনজীবীদের অসন্তুষ্ট করতে চায় না। এক বছরের মধ্যে অভিযোগ(গুলি) নিষ্পত্তি না করার কিছু বৈধ কারণও থাকতে পারে। তবে, এর জন্য, কেন এক বছরের মধ্যে অভিযোগ(গুলি) নিষ্পত্তি করা যায়নি তার কারণগুলি বরাদ্দ/রেকর্ড করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে, অভিযোগগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে এক বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন রাখা হয়, যাতে আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী সেগুলি ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ দায় এড়ানো যায়।

৯.১ ভারতীয় বার কাউন্সিল/রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত দিক থেকে তাদের কার্যকারিতা উন্নত করা কর্তব্য। আর. মুথুকৃষ্ণান বনাম রেজিস্ট্রার জেনারেল, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচার বিভাগ, (২০১৯) ১৬ এসসিসি ৪০৭ মামলায় এই আদালত আইনজীবী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য, ভারতীয় বার কাউন্সিল/রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির ভূমিকা এবং আইনজীবীদের ভূমিকা বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬, ১৭, ২৫, ২৬, ৩৩ এবং ৪৪ এ, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:-

"১৫. আইনজীবী আইনটি ১৯৫৩ সালে গঠিত সর্বভারতীয় বার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিচার প্রশাসন সংস্কারের বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশগুলি বিবেচনা করে তৈরি করা হয়েছে।

আইন প্রণয়নের জন্য বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে সমগ্র ভারতের জন্য একটি এবং প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে স্বায়ত্তশাসিত বার কাউন্সিল তৈরি করা। আইনি অনুশীলনকারীদের সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও একত্রীকরণ এবং বার কাউন্সিল এবং একটি সর্বভারতীয় বার গঠনের বিধান প্রদানের জন্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৬. আইনি পেশাকে অন্য কোনো ঐতিহ্যবাহী পেশার সাথে তুলনা করা যায় না। এটি বাণিজ্যিক প্রকৃতির নয় এবং সম্পাদন করা কর্তব্যের প্রকৃতি এবং সমাজের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করে একটি মহৎ পেশা। বার কাউন্সিলের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন বিধিবদ্ধভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় এবং বিচার বিভাগ শক্তিশালী থাকে তা নিশ্চিত করা যায়। যেখানে বার স্বাধীনভাবে কর্তব্য পালন করেনি এবং চাটুকার হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগের মর্যাদাহানি ঘটায়। একটি স্বাধীন বার ছাড়া একটি শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

১৭. এটা অস্বীকার করা যায় না যে আইনজীবীরা জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছেন। তারা ভারতের সংবিধান প্রণয়নে সাহায্য করেছেন এবং কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে বিচারশাস্ত্র বিকাশে আদালতকে সাহায্য করেছেন। সংবিধান যাতে প্রাণবন্ত থাকে এবং নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এর ব্যাখ্যা প্রসারিত করা যায়, সেজন্য আইনি ব্যবস্থার মহত্ত্ব সব মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে।

২৫. ন্যায়বিচার প্রদানের ব্যবস্থায় একজন আইনজীবীর ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি পেশাদার নীতিশাস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ এবং উচ্চ মান বজায় রাখতে বাধ্য। তার কর্তব্য আদালতের প্রতি, তার নিজের মক্কেলের প্রতি, প্রতিপক্ষের প্রতি এবং প্রতিপক্ষের আইনজীবীর প্রতিও সম্মান বজায় রাখা। সমাজের অন্যদের জন্য যা উপযুক্ত হতে পারে, তার জন্য করা অনুপযুক্ত হতে পারে কারণ তিনি সমাজের একটি সম্মানিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অন্তর্গত এবং একটি মহৎ পেশার সদস্য, তার কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশি। আইনজীবীদের সমাজে সম্মানের সাথে দেখা হয়। জনগণ বিচার বিভাগ এবং বিচার ব্যবস্থার উপর অপরিসীম আস্থা রাখে এবং তাদের সাথে প্রথম যে ব্যক্তি লেনদেন করে তিনি হলেন একজন আইনজীবী। মামলাকারীরা আইনজীবীর উপর আস্থা রাখে এবং তাদের সাথে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত তথ্য ভাগ করে নেয়। তারা আইনজীবীর দ্বারা যেখানে বলা হয় সেখানে স্বাক্ষর করে। একজন আইনজীবীর তাদের অধিকার রক্ষা করা এবং তার কারণে যাতে নির্ভেজাল ন্যায়বিচার প্রদান করা হয় তা নিশ্চিত করার কথা।

২৬. মহৎ পেশার উচ্চ মূল্যবোধগুলি যে কোনও মূল্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে রক্ষা করতে হবে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তরুণদের দ্বারাও ভুলে যাওয়া যায় না। আইনি পেশার আভিজাত্যের জন্য একজন উকিলকে মনে রাখতে হবে যে তিনি কোনও মামলার সাথে অতিরিক্ত সংযুক্ত নন কারণ আইনজীবী কোনও মামলা জিততে বা হারাতে পারেন না, ন্যায়বিচারের প্রকৃত প্রাপক পর্দার পিছনে থাকেন, যিনি প্রাপকের প্রান্তে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কোনও মামলাকারীকে তার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিই না। একজন মামলাকারীর কোনও আইনজীবীর দ্বারা নিরপেক্ষভাবে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আইনজীবীদের অর্থ পাচারকারী বা অ্যাম্বুলেন্স ধাওয়া করা বলে মনে করা হয় না। একজন আইনজীবীর বিচারকের কাছ থেকে কোনও অনুগ্রহ আশা করা উচিত নয় এবং ন্যায্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য কোনও উপায়ে জড়িত হওয়া উচিত নয়। তথ্য ও আইনকে আয়ত্ত করা এবং আদালতে সুনির্দিষ্টভাবে জমা দেওয়া তার কর্তব্য, আদালতের সময় নষ্ট করা তার কর্তব্য নয়।

৩৩. আইনসভা আইনজীবী আইন প্রণয়ন করার সময় বারের স্বায়ত্তশাসনের উপর আস্থা রেখেছে এবং এটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসিত বার কাউন্সিলের ব্যবস্থা করে। আইনি পেশা ও আইনি শিক্ষার নৈতিক মান বার কাউন্সিলকে দেওয়া হয়েছে। এটিকে আইনি পেশার মর্যাদা এবং বারের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে। শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রাজ্যের বার কাউন্সিল এবং ভারতীয় বার কাউন্সিলার শৃঙ্খলা কমিটিগুলিকে দেওয়া হয়েছে এবং আইনের ৩৮ ধারার অধীনে এই আদালতে একটি আপিল রয়েছে।

৪৪. আইনজীবীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এবং পেশার আভিজাত্য বজায় রাখার ক্ষমতা বার কাউন্সিলের রয়েছে এবং সেই ক্ষমতাটি বড় দায়িত্ব আরোপ করে। আদালত অবমাননার ক্ষমতা এবং সেই প্রাণঘাতী শক্তিও বৃহত্তর দায়িত্বের সাথে থাকে। অবমাননা হল ব্রহ্মাস্ত্রের মতো একটি অস্ত্র যা কার্যকর থাকার জন্য কম ব্যবহার করা উচিত। একই সাথে, একজন বিচারককে আদালতের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে এবং অবমাননার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যথাযথ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও দিতে হবে। একজন আইনজীবীকে পেশাদার নৈতিকতা, পেশাদার শিষ্টাচার এবং পেশাদার নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে যা আচরণের একটি অভ্যাসগত পদ্ধতি। তাকে কমনীয়তা, মর্যাদা এবং শালীনতার সাথে নিজেকে সম্পাদন করতে হবে। তাকে সর্বদা নিজেকে সহ্য করতে হয় এবং আদালতের একজন কর্মকর্তা হিসাবে নিজেকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সে সম্প্রদায়ের একজন বিশেষ সুবিধাভোগী সদস্য এবং একজন ভদ্রলোক। তাকে সততার সাথে পরিচালনা করতে হয় এবং

কঠোর পরিশ্রমের দাঁড় নিয়ে যাত্রা করুন, তারপর তার নৌকা তীরে পৌঁছতে বাধ্য। তাকে সৎ, সাহসী, বাকপটু, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল হতে হবে।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত ৮৫ অনুচ্ছেদে আরও পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-

"৮৫. আত্মার অনুসন্ধান একেবারেই প্রয়োজনীয় এবং দোষারোপের খেলা এবং কলুষিত করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনাই একমাত্র উপায়। এটি পবিত্র আশা যে বার কাউন্সিল তার শৃঙ্খলা কমিটির কাজকর্মের উন্নতি করবে যাতে ব্যবস্থাটিকে আরও জবাবদিহিমূলক করে তোলা যায়, বিভিন্ন বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা পক্ষের পারফরম্যান্স অডিট প্রকাশ করা যায়। এটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। তার তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণে থাকা ভারতীয় বার কাউন্সিল সর্বদা ভাল ধারণাগুলি বাস্তবায়িত করতে পারে এবং পরিষ্কার করার প্রক্রিয়াতে এত খারাপভাবে পিছিয়ে থাকবে না।এই পেশাকে আরও মহৎ করে তোলার জন্য এবং বারের সমৃদ্ধ আদর্শ এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য এই পেশা থেকে কালো ভেড়া অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন। বারকে নিয়ন্ত্রণ করা মূলত আদালতের কাজ নয়। এটিকে আরও মহৎ করে তোলা এবং বিচারক ও আইনি ব্যবস্থাকে রক্ষা করা বারের বিধিবদ্ধ কর্তব্য, নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে বারকে ধ্বংস করা নয় এবং গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা নয়।

১০. এইভাবে, আইনজীবী আইনের অধীনে, আইনি পেশার অখণ্ডতা রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতীয় বার কাউন্সিলা/রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়। যে কোনও মূল্যে আইনি ব্যবস্থার আভিজাত্য নিশ্চিত করা ভারতীয় বার কাউন্সিলা/সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির কর্তব্য। আইনজীবীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা আইনজীবী আইনের ৩৫ এবং ৩৬খ ধারার অধীনে প্রদান করা হয়েছে। আদেশটি হল ধারা ৩৫ এবং/অথবা ধারা ৩৬-এর অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি উক্ত অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে এবং/অথবা ভারতীয় বার কাউন্সিলায় এই ধরনের কার্যধারার তারিখ থেকে নিষ্পত্তি করা। আইনের অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি না করা হলে তা আইনজীবী আইনের অধীনে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার সমতুল্য হবে।

১০. ১ আইনজীবী আইনের অধীনে, আইনি পেশার সততা এবং মহত্ত্ব রক্ষা করার জন্য ভারতীয় বার কাউন্সিল/রাজ্য বার কাউন্সিলের উপর একটি কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে।

আইনি পেশার মহত্ত্বের বিষয়ে, সঞ্জীব দত্ত, উপ-সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, নতুন দিল্লি; কৈলাস বাসদেব, আইনজীবী এবং কিটি কুমারমঙ্গলম (শ্রীমতী), আইনজীবী (১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৬১৯ মামলায়, বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য করে, যা আইনি পেশা এবং বিচার প্রশাসনের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলা যেতে পারে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:-

"২০. আইনি পেশা একটি গম্ভীর এবং গুরুতর পেশা। এটি একটি মহৎ আহ্বান এবং যারা এর অন্তর্গত তারা সকলেই এর সম্মানিত সদস্য। শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতার যোগ্যতা অর্জন করে এই পেশায় প্রবেশ করা গেলেও, আদালতের ভিতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের দৃষ্টান্তমূলক আচরণের মাধ্যমে সদস্যদের দ্বারা পেশাদার হিসেবে সম্মান বজায় রাখতে হবে। আইনি পেশা অন্যান্য পেশা থেকে আলাদা এই অর্থে যে আইনজীবীরা যা করেন, তা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে নয়, সভ্য সমাজের ভিত্তি বিচার প্রশাসনকেও প্রভাবিত করে। সমাজের বুদ্ধিজীবীদের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে, আইনজীবীকে তার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত ও জনজীবনে অন্যদের জন্য একটি আদর্শ হিসেবে আচরণ করতে হবে। সমাজ তার কাছ থেকে এই ধরনের আদর্শ আচরণের আশা করার অধিকার রাখে।"

আদালত আরও বলেছে: (এসসিসি পিপি. ৬৩৪-৩৫, অনুচ্ছেদ ২০)

"২০.... যদি পেশা টিকে থাকতে হয়, তবে বিচার ব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত করতে হবে। ব্যবস্থাকে দক্ষ, কার্যকর এবং বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কোনো সেবা খুব ছোট হবে না। কিছু সদস্য যে নৈমিত্তিকতা এবং উদাসীনতার সাথে পেশা অনুশীলন করেন তা অবশ্যই সেই উদ্দেশ্য অর্জন বা তারা যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করছেন সেই পেশা বা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য গণনা করা হয় না। যদি কিছু সদস্যের বিচ্যুত উপায়ের কারণে লোকেরা পেশার উপর আস্থা হারায়, তবে এটি কেবল পেশা নয় যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বরং সামগ্রিকভাবে বিচার প্রশাসনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমান প্রবণতা যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তবে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যখন সিস্টেমটি বাইরে থেকে ধ্বংস হওয়ার আগে ভেতর থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

১০.২ ধনরাজ সিং চৌধুরী বনাম নাথুলাল বিশ্বকর্মা, (২০১২) ১ এসসিসি ৭৪১ মামলায়, পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে একজন আইনজীবীর তার মক্কেলের সাথে আচরণের মনোভাব অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সৎ এবং ন্যায্য হতে হবে এবং পেশাগত অসদাচরণের শাস্তির দ্বৈত উদ্দেশ্য রয়েছে - প্রতিরোধ এবং সংশোধন।

১০.৩ কৃষ্ণ আইয়ার জে. ভি.সি. রঙ্গদুরাই বনাম ডি. গোপালন, (১৯৭৯) ১ এসসিসি ৩০৮ মামলায় নিম্নরূপ বলেছেন:-

"৫. একটি পেশা হিসেবে আইনের মহত্ত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয় যতক্ষণ না সদস্যরা সততা এবং সম্প্রদায়ের প্রতি সেবার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখে।"

১০.৪ এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির পাশাপাশি আইনজীবী আইনের পরিকল্পনার উল্লেখ করার পরে অজিতসিংহ অর্জুনসিংহ গোহিল বনাম বার কাউন্সিল অফ গুজরাট এবং অন্য, (২০১৭) ৫ এসসিসি ৪৬৫ মামলায় অনুচ্ছেদ ৩৯ এবং ৪০ এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:-

"৩৯. একজন আইনজীবীকে মহৎ পেশার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সমাজের একজন অভিজাত সদস্য হিসেবে প্রত্যাশা করা হয়, পেশাগতভাবে দায়িত্বশীল হতে এবং ক্রমাগত নিজেকে মনে করিয়ে দিতে যে তার পরিষেবাগুলি ন্যায়বিচারের ভোক্তাদের জন্য প্রদান করা হয়। পান্ডুরং দত্তাত্রেয় খান্ডেকার বনাম বার কাউন্সিল অফ মহারাষ্ট্র [পান্ডুরং দত্তাত্রেয় খান্ডেকার বনাম বার কাউন্সিল অফ মহারাষ্ট্র, (১৯৮৪) ২ এসসিসি ৫৫৬] মামলায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একজন আইনজীবী মামলাকারীদের প্রতি একজন লোকো প্যারেন্টিস হিসেবে দাঁড়ান। তার মক্কেলের প্রতি একটি প্রধান কর্তব্য রয়েছে এবং মক্কেল নিরপেক্ষ, আন্তরিক এবং সৎ আচরণ পাওয়ার অধিকারী।

৪০. একবার কোনো মামলাকারী অভিযোগ করলে, একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বা রাজ্য বার কাউন্সিলের উদ্যোগে কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে, যেটি প্রযোজ্য, শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষ করার জন্য আইনের আদেশ অনুসারে পরিচালনা করতে হবে। অনেক সময় এই আদালতের নজরে এসেছে যে রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করছে না, যার ফলে কার্যক্রম বিসিআই-তে স্থানান্তরিত হচ্ছে। শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য বার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যা এর শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করে। শৃঙ্খলা কমিটির প্রতিটি সদস্য জানেন যে কার্যক্রম এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত আইনজীবীর সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যা করার কথা তা না করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সমান এবং একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি বিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা দায়িত্ব পালনের মধ্যে নিহিত। কেউ হয়তো সবসময় সিদ্ধান্তে সঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়টি বিসিআই-এর কাছে স্থানান্তরিত করা।

একটি বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে ক্রমাগত নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে আইনের আদেশ হলো দ্রুততা এবং সময়ের শর্তাবলী বাধ্যতামূলক। এটা বলা ভুল হবে না যে শৃঙ্খলা কমিটির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার কর্তব্য পালন করা উচিত এবং নিন্দনীয় পরিস্থিতি তৈরি করা উচিত নয়। এটা মনে রাখা ভালো যে নিজের বিবেকের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়া মানে সবকিছুকে "দুর্ঘটনা" বলে দোষ দেওয়া। যখন আইন দ্বারা কর্তব্য দেওয়া হয়, তখন কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন।"

১০.৫ জে.এস. যাদব বনাম মুস্তাফা হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ, (১৯৯৩) ২ এসসিসি ৫৬২ মামলায়, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"আইনজীবীতা একটি কারুশিল্প নয় বরং একটি আহ্বান; একটি পেশা যেখানে কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা হল মূল বৈশিষ্ট্য। কর্মক্ষমতার আন্তরিকতা এবং প্রচেষ্টার আন্তরিকতা হল দুটি ডানা যা আইনজীবীকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাবে। এই গুণাবলী দেওয়া হলে অন্যান্য যোগ্যতা তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে অনুসরণ করবে। এই কারণেই আইনি পেশাকে একটি মহৎ পেশা হিসাবে গণ্য করা হয়।"

১০.৬ কোক্কান্দা বি. পুন্দাচা বনাম কে.ডি. গণপতি, (২০১১) ১২ এসসিসি ৬০০ মামলায়, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"একজন আইনজীবী এবং তার মক্কেলের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে আস্থা এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। একজন আইনজীবী গোপনীয় তথ্য অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারেন না। এর কারণ হল তিনি তার মক্কেলের একজন বিশ্বস্ত, যিনি আইনজীবীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন। অতএব, তার মক্কেলের প্রতি তার সমস্ত বাধ্যবাধকতা যত্ন সহকারে পূরণ করা এবং সরল বিশ্বাসে কাজ করা তার কর্তব্য। যেহেতু মক্কেল আইনি কার্যক্রম পরিচালনার পুরো বাধ্যবাধকতা একজন আইনজীবীর উপর অর্পণ করেন, তাই তাকে উবেরিমা ফাইডস অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিশ্বাস, সততা, ন্যায্যতা এবং আনুগত্যের নীতি অনুসারে কাজ করতে হবে।"

১০.৭ ও.পি. শর্মা বনাম পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট, (২০১১) ৬ এসসিসি ৮৬ মামলায়, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"একজন আইনজীবীর আদালত, সহকর্মী আইনজীবী এবং মামলাকারীদের সাথে আচরণে মর্যাদাবান হওয়া উচিত। তার প্রচুর পরিমাণে সততা থাকা উচিত এবং এমন কিছু করা উচিত নয় যা তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে। একজন আইনজীবীর পেশায় জুনিয়রদের আলোকিত করা এবং উৎসাহিত করার দায়িত্ব রয়েছে। একজন আদর্শ আইনজীবীর বিশ্বাস করা উচিত

যে আইনি পেশায় সেবার একটি উপাদানও রয়েছে এবং আইনি সেবা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তার ভারতীয় বার কাউন্সিলের নিয়মের দ্বিতীয় অধ্যায়,

১০.৮ হরিশঙ্কর রাস্তোগী বনাম গিরধারী শর্মা, (১৯৭৮) ২ এসসিসি ১৬৫ মামলায়, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"(...) বার হল বিচার ব্যবস্থার একটি সম্প্রসারণ; একজন আইনজীবী আদালতের একজন কর্মকর্তা। তিনি একটি দক্ষতার মাস্টার কিন্তু তার চেয়েও বেশি, আদালতের কাছে দায়বদ্ধ এবং একটি উচ্চ নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত। বিচার প্রক্রিয়ার সাফল্য প্রায়শই আইনি পেশার পরিষেবার উপর নির্ভর করে।"

১০.৯ মহারাষ্ট্র বার কাউন্সিল বনাম এম.ভি. দাভোলকার, (১৯৭৬) ২ এসসিসি ২৯১ মামলায়, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"আইনজীবীর অত্যাবশ্যক ভূমিকা তার সততা এবং পেশাদার জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে। এটা মনে রাখতে হবে যে আইনি পেশার কেন্দ্রীয় কাজ হল বিচার প্রশাসনের প্রচার করা। যদি আইনের অনুশীলন এইভাবে মহান প্রভাবের একটি জনোপযোগীতা হয় এবং জাতি কর্তৃক বিধিবদ্ধভাবে একটি একচেটিয়া অধিকার মঞ্জুর করা হয়, তবে এটি আইনজীবীকে সেই নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে বাধ্য করে যা তাকে ন্যায়বিচারের বাহন-সামাজিক ন্যায়বিচার হিসাবে সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের যোগ্য করে তোলে।

১০.১০ ভারতীয় বার কাউন্সিলের ভূমিকা সম্পর্কে, অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট মাঙ্গু সিহারি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বার কাউন্সিল, এআইআর ১৯৮৩ এপি ২৭১ মামলায় অনুচ্ছেদ ৭ এবং ১৩ এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"৭. এই প্রসঙ্গে এটি লক্ষ্য করা উচিত যে আইনজীবী আইন এবং ভারতীয় বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নিয়মগুলি পেশাদার আচরণের উচ্চ মান বজায় রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, এটি প্রদান করা হয়েছে যে পেশাদার অসদাচরণের যেকোনো অভিযোগ উক্ত পেশার প্রবীণ সদস্যদের দ্বারা তদন্ত করা উচিত যাদের উপর পেশাদার সংস্থা আস্থা রেখেছে, তাদের আর. ৩৬-বি এর অধীনে নির্বাচিত করেছে। আইনজীবী আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য এক বছরের সময় নির্ধারণ করে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি না হলে তা ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত হবে বলে উল্লেখ করে যেকোনো অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করার কথা বিবেচনা করে।

শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনাকারী আইন বা নিয়মগুলির কোনোটিই এই কার্যক্রম স্থগিত রাখার কথা বিবেচনা করে না, কারণ অন্য কোনও আদালতে ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। অভিযোগকারী নিজেই কার্যক্রম প্রত্যাহার করতে পারবেন না। এমনকি অভিযোগকারীর মৃত্যুতেও বার কাউন্সিলের কাছে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শেষ হয় না। শুধুমাত্র শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্তই কার্যক্রম শেষ করে। এই ধরনের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করা সেই আইনজীবীর স্বার্থে যার পেশাগত সততা শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু এবং বিচারাধীন থাকার ফলে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

১৩. XXXXXXXX

"একটি পেশাদার সংস্থা, যেমন বার কাউন্সিল, আইনি পেশার সদস্যদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত করার একচেটিয়া এখতিয়ার রাখে এবং এটি এক বছরের মধ্যে এই ধরনের অভিযোগের তদন্ত দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বাধ্য। এই বিধানটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনজীবীর উপর থাকা মেঘ দ্রুত অপসারণ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মহৎ পেশাটিকে এই ধরনের সদস্যদের থেকে পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যেও করা হয়েছে। আইনজীবীদের শুধুমাত্র তাদের মক্কেলদের প্রতি নয়, আইন ও বিচার প্রশাসনের ক্ষেত্রে আদালতের প্রতিও কর্তব্য রয়েছে। আইনজীবীর স্বার্থে এবং বিশেষ করে কার্যক্রমগুলি যত কম সম্ভব বিলম্বের সাথে শেষ করা উচিত। শুধুমাত্র এই কারণে যে কিছু দেওয়ানী বা ফৌজদারি কার্যক্রম একটি আদালত বা কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারাধীন রয়েছে এবং বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটির কার্যক্রমের আগে কিছু সাধারণ ইস্যুতে এবং বার কাউন্সিলের আগে কার্যক্রম স্থগিত করা পেশাদার সংস্থার বিধিবদ্ধ কার্যাবলী পালনে গুরুতর হস্তক্ষেপের কারণ হবে যদি না এই ধরনের কার্যক্রম চলতে দেওয়া হলে ন্যায়বিচারের অপচয় ঘটে। আমাদের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ এড়ানো উচিত।"

আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত মতামতের সাথে সম্পূর্ণ একমত।

১০.১১ মার্কন্ড সি. গান্ধী বনাম রোহিণী এম. দান্দেকার, (২০০৮) ১০ এসসিসি ৭৯২ মামলায়, দেখা গেছে যে ১৯৮৪ সালে রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল এবং ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যা ২২ বছর ধরে বিচারাধীন ছিল, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ভারতীয় বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দেখবেন যে ভবিষ্যতে অভিযোগগুলি যুক্তিসঙ্গত দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হয় এবং অলসভাবে নয় যাতে লোকেরা ভারতীয় বার কাউন্সিলের উপর আস্থা রাখতে পারে, যা একটি বিধিবদ্ধ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।

উপরে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও, অভিযোগগুলি এখনও যুক্তিসঙ্গত দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে না এবং প্রথমত, রাজ্য বার কাউন্সিলগুলি দ্বারা এক বছর ধরে এবং তারপর ভারতীয় বার কাউন্সিল দ্বারা বিচারাধীন রাখা হচ্ছে বলে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি।

১১. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এবং ভারতীয় বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রী মনন কুমার মিশ্র বলেছেন যে, আইনজীবী আইনের ৪৮বি ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা/নির্দেশাবলী ভারতীয় বার কাউন্সিল কর্তৃক সমস্ত রাজ্য বার কাউন্সিলকে আইনজীবী আইনের ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য এবং শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা কারণগুলির জন্য এবং বৈধ কারণগুলির জন্য যদি উক্ত অভিযোগটি এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা না যায়, তবে শুধুমাত্র তখনই আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে বাধ্যতামূলক হিসাবে এই ধরনের অভিযোগ/কার্যক্রম ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা হবে। ভারতীয় বার কাউন্সিলকে ভারতীয় বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক বর্ণিত যথাযথ নির্দেশাবলী জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ভারতীয় বার কাউন্সিলকেও এই ধরনের অভিযোগ/কার্যক্রম প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে স্থানান্তরিত অভিযোগ/স্থানান্তরিত কার্যক্রম নিষ্পত্তি করতে হবে।

১২. অতএব, আমরা ভারতীয় বার কাউন্সিলকে স্থানান্তরিত অভিযোগগুলি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিচ্ছি, যার বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্রুততার সাথে তবে আজকের তারিখ থেকে এক বছরের বেশি নয় এবং যার জন্য ভারতীয় বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি সার্কিট শুনানিও করতে পারে।

১২.১ আমরা সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিকেও আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে বাধ্যতামূলক হিসাবে ৩৫ ধারার অধীনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার এবং অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিচ্ছি।

১২.২ শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং লিপিবদ্ধ করা কারণগুলির জন্য যেখানে দেখা যায় যে বৈধ কারণগুলির জন্য, আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়নি, তবে শুধুমাত্র তখনই এই ধরনের কার্যক্রম ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত হবে এবং এই ধরনের স্থানান্তরের পর ভারতীয় বার কাউন্সিলকেও এই ধরনের স্থানান্তরিত কার্যক্রম/অভিযোগগুলি প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৩. উপরোক্ত বিধানগুলি বিবেচনা করে এবং এই বিষয়টি মাথায় রেখে যে ভারতীয় বার কাউন্সিলের কাছে ১২৭৩টি অভিযোগ (নিষ্পত্তি হওয়া ২৭টি অভিযোগ বাদে) বিচারাধীন রয়েছে, এটি ন্যায়সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির জন্য একটি প্রক্রিয়া খুঁজে বের করা হোক।

আইনজীবী আইনের ৩৬খ ধারা অনুসারে ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত অভিযোগগুলির দ্রুত এবং কার্যকর নিষ্পত্তির জন্য, ভারতীয় বার কাউন্সিল অভিজ্ঞ এবং দক্ষ আইনজীবী এবং/অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করার কথা বিবেচনা করতে পারে যেখানে একটি অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে। এই ধরনের অনুসন্ধান শেষ হলে অনুসন্ধান কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন ভারতীয় বার কাউন্সিল কর্তৃক গ্রহণ করা যেতে পারে। উক্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনা করে ভারতীয় বার কাউন্সিল অভিযোগের উপর যথাযথ আদেশ দিতে পারে।

ভারতীয় বার কাউন্সিলের কাছে বিচারাধীন অভিযোগের সংখ্যা, অর্থাৎ স্থানান্তরিত অভিযোগগুলি যা এই ধরনের স্থানান্তরের উপর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করবে, তা মাথায় রেখে উপরোক্ত পরামর্শটি দেওয়া হচ্ছে, কারণ ভারতীয় বার কাউন্সিল যদি অনুসন্ধানও পরিচালনা করে তবে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা অত্যন্ত অসম্ভব হবে।

অতএব, ভারতীয় বার কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে ভারতীয় বার কাউন্সিলের পক্ষে অনুসন্ধান পরিচালনার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান কর্মকর্তাদের একটি প্যানেল তালিকাভুক্ত করার জন্য রাজ্য বার কাউন্সিলকে উপযুক্ত নির্দেশাবলী জারি করতে পারে এবং উক্ত অনুসন্ধান শেষে ভারতীয় বার কাউন্সিলকে অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারে যাতে এটি এই বিষয়ে আরও পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়।

এটি অভিযোগকারী এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তারা অনুসন্ধান কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থিত হতে সক্ষম করবে যেখানে অভিযোগ দায়ের করা রাজ্যে এই ধরনের একটি অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে। এটি অভিযোগকারীদের দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের উপর পরিচালিত হওয়ার জন্য, যদি থাকে, অনুসন্ধানের জন্য দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে দিল্লিতে ভ্রমণের কারণে পক্ষগুলির অসুবিধাগুলিও দূর করবে।

এছাড়াও, উপরে নির্দেশিত হিসাবে, ভারতীয় বার কাউন্সিলকে রাজ্য বার কাউন্সিলকে উপযুক্ত নির্দেশাবলী জারি করতে হবে যাতে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগগুলি থেকে উদ্ভূত কার্যক্রমগুলি এক বছরের মধ্যে শেষ করা যায়, কারণ সংসদের উদ্দেশ্য

এই সময়ের মধ্যে অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করা, যা একটি যুক্তিসঙ্গত সময়কাল। আইনের ৩৬খ ধারার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অভিযোগ নিষ্পত্তিতে বিলম্বকে উৎসাহিত করা নয় যাতে আইনের কার্যকারিতা দ্বারা অভিযোগগুলি ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত করা যায় এবং এর ফলে সর্বভারতীয় সংস্থার উপর বোঝা বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে রাজ্য বার কাউন্সিলকে অভিযোগগুলির উপর ব্যবস্থা না নেওয়ার এবং কেবল সময়ের অপেক্ষা করার সুযোগ তৈরি হয় যাতে আইনের কার্যকারিতা দ্বারা অভিযোগটি ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আইনের ৩৬খ ধারা নির্দেশ দেয় যে রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক তাদের কাছে প্রাপ্ত অভিযোগের কার্যক্রম এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, যেমনটি উক্ত বিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন রাজ্য বার কাউন্সিল থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত অভিযোগের সংখ্যা উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যায়, তখন বোঝা যায় যে রাজ্য বার কাউন্সিলগুলি আইনের ৩৬খ ধারার অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি না করে তাদের কর্তব্য পালন করছে না।

আরও, আইনের ৩৬বি ধারার অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী এক বছরের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে রাজ্য বার কাউন্সিলকে সক্ষম করার জন্য, রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা কমিটিগুলির নিয়মিত ভিত্তিতে মিলিত হওয়া আবশ্যক।

রাজ্য বার কাউন্সিল অনুসন্ধান কর্মকর্তাদের একটি প্যানেল তালিকাভুক্ত করতে পারে যাদের অভিযোগের প্রয়োজন হলে অনুসন্ধান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

রাজ্য বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলা কমিটি উক্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনা করে আইনের ৩৫ ধারার বিধান অনুযায়ী আদেশ দিতে পারে।

১৪. আমরা এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি বিবেচনা করে উপরোক্ত নির্দেশাবলী এবং পরামর্শগুলি জারি করতে বাধ্য হচ্ছি, যা নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

(i) "বার কাউন্সিলগুলিকে পেশাগত আচরণের প্রহরী হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে পেশার মর্যাদা এবং পবিত্রতা কোনওভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়। এর কাজ হল পেশাগত আচরণ এবং শিষ্টাচারের মান বজায় রাখা। সুতরাং প্রতিটি রাজ্য বার

কাউন্সিল এবং ভারতীয় বার কাউন্সিলের একটি জনসেবা করার দায়িত্ব রয়েছে, যেমন, আইনের অধীনে প্রদত্ত অনুশীলনের একচেটিয়া অধিকার যাতে কোনও আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অপব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করা। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে বার কাউন্সিলগুলি কেবল তার সদস্যদের অধিকার, স্বার্থ এবং সুবিধা রক্ষা করার জন্যই নয়, বরং উচ্চ এবং মহৎ ঐতিহ্য বজায় রাখা নিশ্চিত করে মামলাকারী জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্যও তৈরি করা হয়েছে যাতে পেশার পবিত্রতা এবং মর্যাদা ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে।"

[ভারতীয় আইনি সহায়তা ও পরামর্শ পরিষদ বনাম ভারতীয় বার কাউন্সিল, (১৯৯৫) ১ এসসিসি ৭৩২]

(ii) "বার কাউন্সিলের স্বার্থ হল পেশায় পেশাগত আচরণ এবং শিষ্টাচারের মান বজায় রাখা, যা সততা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বার কাউন্সিল মহৎ পেশার উচ্চ ঐতিহ্যের রক্ষক হিসেবে কাজ করে।"

[মহারাষ্ট্র বার কাউন্সিল বনাম এম.ভি. দাভোলকার, (১৯৭৫) ২ এসসিসি ৭০২]

(iii) "প্রতিটি বার কাউন্সিল একটি নিগম সংস্থা। রাজ্য বার কাউন্সিলের কাজগুলির মধ্যে রয়েছে, এর তালিকায় আইনজীবীদের ভর্তি করা; এই তালিকা তৈরি এবং বজায় রাখা; এর তালিকায় আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের মামলা গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করা; এর তালিকায় আইনজীবীদের অধিকার, সুবিধা এবং স্বার্থ রক্ষা করা। ভারতীয় বার কাউন্সিলের কাজগুলি হল আইনজীবীদের জন্য পেশাগত আচরণ এবং শিষ্টাচারের মান নির্ধারণ করা, ভারতীয় বার কাউন্সিল এবং রাজ্য বার কাউন্সিলগুলির শৃঙ্খলা কমিটির অনুসরণ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা, আইনজীবীদের অধিকার, সুবিধা এবং স্বার্থ রক্ষা করা। একটি বার কাউন্সিল আইন অনুযায়ী এক বা একাধিক শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করার ক্ষমতা রাখে।"

[আদি ফিরোজশাহ গান্ধী বনাম এইচ.এম. সেরভাই, মহারাষ্ট্রের অ্যাডভোকেট জেনারেল, (১৯৭০) ২ এসসিসি ৪৮৪]

(iv) "বার কাউন্সিলের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, প্রথমত, অভিযোগ গ্রহণ করা, দ্বিতীয়ত, পেশাগত বা অন্য অসদাচরণের অপরাধের যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস গঠন করা এবং পরিশেষে এর শৃঙ্খলা কমিটিতে মামলাটি উল্লেখ করা।

[মহারাষ্ট্র বার কাউন্সিল বনাম এম.ভি. দাভোলকার, (১৯৭৫) ২ এসসিসি ৭০২]

১৫. এখন বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, জানা গেছে যে পরবর্তীতে আপীলকারী - মূল অভিযোগকারী নং ১ কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগটিও ১১.০৩.২০১৭ তারিখের আদেশে রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে ভারতীয় বার কাউন্সিলের কাছে একটি সংশোধন আবেদন বিচারাধীন রয়েছে। সেই কারণে, আপীলকারী কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের উপর আর কোনও আদেশের প্রয়োজন নেই।

১৬. উপরের বিষয় এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় বার কাউন্সিল এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য বার কাউন্সিল(সমূহ)কে উপরোক্ত নির্দেশাবলী সহ বর্তমান আপীলটি নিষ্পত্তি করা হলো।

দিব্যা পান্ডে আপীল নিষ্পত্তি করা হলো।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu